

মিসওয়াক পর্যাফেয় ফ্যান্ড

(১০টি ঘটনা ও বর্ণনা সম্পর্কীত)



- মিসওয়াক করার দ্বারা স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায়
- দাঁতের হলদে ভাব দূর করার পদ্ধতি
- মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত
- মিসওয়াকের দোয়া
- স্বর্গ মুদ্রার বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে নিলেন

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলহিয়াম আওয়ার কাদেরী রঞ্জী

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ط إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন
إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের

উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নায়িল করো! হে চির মহান ও চির মহিমামূল্যিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈকৃত)

(দোয়াটি পাঠ করার আগে ও পরে একবার করে দর্শন শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা :“কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।”

(তারিখে দামেশক লিইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈকৃত)

দৃষ্টি আকর্ষন

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা বাইডিংয়ে আগে
পরে হয়ে যায় তবে মাঝগাঁবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

মিসওয়াক শরীফের ফর্মালত

(১০টি শাঁটনা ও বর্ণনা সম্মিলিত)

শয়তান আপনাকে লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালা
সম্পূর্ণ পড়ে নিন । شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْهُوَ أَكْبَرُ

দরুদ শরীফের ফর্মালত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, ভুয়ুরে আনওয়ার
ইরশাদ করেন: “যে (ব্যক্তি) আমার উপর সারা দিনে
৫০বার দরুদ শরীফ পাঠ করে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে
মুসাফাহা করবো (হাত মিলাবো) ।” (বশিকওয়াল, ৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৯০)

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

কখন মিসওয়াকের সাওয়াব পাওয়া যাবে না !

প্রত্যেক আমল তার নিয়তের উপর নির্ভরশীল: ভাল নিয়ত
না হলে তার সাওয়াব পাওয়া যায় না । সুতরাং মিসওয়াক করার সময়
এক্রম নিয়ত করে নিন: “সুন্নাতের সাওয়াব অর্জনের জন্য মিসওয়াক
করবো এবং এর দ্বারা যিকিরি ও দরুদ এবং কোরআন তিলাওয়াত
করার জন্য মুখ পরিষ্কার করবো ।”

রাসূলগ্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরাদ শরীফ পড়ে, আল্লাহ তাআলা তার উপর দশটি রহমত নাফিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

মিসওয়াক সম্পর্কিত ১০টি হাদীস শরীফ

১) মিসওয়াক সহকারে দুই রাকাত নামায আদায় করা মিসওয়াক ছাড়া ৭০রাকাতের চেয়ে উত্তম। (আত-তারাগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২, হাদীস- ১৮) ২) মিসওয়াক সহকারে নামায আদায় করা, মিসওয়াক বিহীন নামায আদায় করার চেয়ে ৭০ গুণ বেশি উত্তম। (ওয়াবুল ইমান, ৩/২৬, হাদীস- ২৭৭৪) ৩) চারটি জিনিস রাসূলদের সুন্নাত: (১) সুগন্ধি ব্যবহার করা (২) বিবাহ করা (৩) মিসওয়াক করা এবং (৪) লজ্জা করা। (মুসনাদে আহমদ বিন হাম্বল, ৯/১৪৭, হাদীস- ২৩৬৪১) ৪) মিসওয়াক করো! মিসওয়াক করো! আমার নিকট হলদে দাঁত নিয়ে আসিও না। (জম'উল জাওয়ামে, ১/৩৮৯, হাদীস- ২৮৭৫) ৫) মিসওয়াকে মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের শিফা (আরোগ্য) রয়েছে। (জামে সগীর, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪০) ৬) যদি আমার আপন উম্মতের কষ্ট ও সমস্যার চিন্তা না থাকতো, তবে আমি তাদের প্রতিবার অযুর সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম। (বৰ্খারী, ১/৬৩৭) ৭) মিসওয়াকের ব্যবহার নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও। কেননা, এতে মুখের পরিচ্ছন্নতা এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির মাধ্যম রয়েছে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮, হাদীস- ৫৮৬৯) ৮) অযু হচ্ছে ইমানের অর্ধেক, আর মিসওয়াক হচ্ছে অযুর অর্ধেক। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ১/১৯৭, হাদীস- ২২) ৯) মানুষ যখন মিসওয়াক করে নেয়, অতঃপর নামাযে দণ্ডায়মান হয়, তখন ফিরিশতা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কিরাত শ্রবণ করে, অতঃপর তার নিকটে আসে, এমনকি নিজের মুখ তার মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। (আল বাহরিজ শাখার, ২/২১৪, হাদীস- ৬০৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না, সে জুনুম করল ।” (আন্দুর রাজ্ঞাক)

৯১০৯ যে ব্যক্তি জুমার দিন গোসল করলো এবং মিসওয়াক করলো, সুগন্ধি লাগালো, উত্তম কাপড় পরিধান করে, অতঃপর মসজিদে আসে এবং লোকদের গর্দানের উপর দিয়ে লাফিয়ে যায় না, বরং নামায আদায় করলো এবং ইমাম আসার পর (অর্থাৎ খুতবা এবং) নামায ক্ষেকে অবসর হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকলো, তবে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গুনাহ যা তার দ্বারা পুরো সংগঠিত হয়েছে, সেগুলো ক্ষমা করে দেন । (মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাফল, ৪/১৬২, হাদীস- ১১৭৬৮)

মিসওয়াক করার দ্বারা স্মরণশক্তি তীক্ষ্ণ হয়ে থাকে

আমীরুল মু'মিনীন, হ্যরত মাওলায়ে কায়েনাত, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলেন: তিনটি জিনিস স্মরণশক্তিকে তীক্ষ্ণ করে এবং কফ দূর করে: ৯১০ মিসওয়াক ৯২০ রোয়া এবং ৯৩০ কোরআনে করীমের তিলাওয়াত । (ইহতাউল উলুম, ১/৩৬৪)

মৃত্যুর সময় কলেমা নসীব হবে

দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব “বাহারে শরীয়াত” এর প্রথম খন্ডের ২৮৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: মাশায়েখে কিরামগণ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলেন: “যে ব্যক্তি মিসওয়াকে অভ্যস্ত হয়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা পড়া নসীব হবে এবং যে আফিম (এক প্রকার নেশার বস্ত্র) খায়, মৃত্যুর সময় তার কলেমা নসীব হবে না ।”

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধুলামালিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

জ্ঞান বৃদ্ধিকারী আমল

হ্যরত সায়িদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَلَة: চারটি জিনিস জ্ঞান বৃদ্ধি করে: ১) অনর্থক কথাবার্তা থেকে বিরত থাকা, ২) মিসওয়াকের ব্যবহার, ৩) নেককার লোকদের সংস্পর্শ এবং ৪) নিজের জ্ঞানের উপর আমল করা। (হায়াতুল হায়ওয়ান লিত দামিরী, ২/১৬৬)

হ্যুর পূরনূর ﷺ কখন কখন মিসওয়াক করতেন!

প্রত্যেক নামাযের জন্য মিসওয়াক

হ্যরত সায়িদুনা যায়েদ বিন খালিদ জুহনী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন: রাসুলুল্লাহ ﷺ আপন ঘর থেকে কোন নামাযের জন্য ততক্ষন পর্যন্ত বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন না, যতক্ষন মিসওয়াক করে না নিতেন। (মুঁজামুল কাবীর লিত তাবারানী, ৫/২৫৪, হাদীস- ৫২৬১)

ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করা সুন্নাত

হ্যরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত, হ্যুর পূরনূর এর নিকটে রাতে অযুর পানি এবং মিসওয়াক রাখা হত, যখন হ্যুর রাতে ঘুম থেকে উঠতেন, তখন প্রথমেই প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতেন অতঃপর মিসওয়াক করতেন। (আবু দাউদ, ২য় খন্দ, হাদীস- ৫৬) হ্যরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম, রউফুর রহীম যখনই রাত বা দিনে ঘুম থেকে জাগ্রহ হতেন, তখন অযু করার পূর্বে মিসওয়াক করতেন। (আবু দাউদ, ২য় খন্দ, হাদীস- ৫৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরজ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করব।” (আল কওলুল বুবী)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর মিসওয়াক করা সুন্নাত, সুমন্ত অবস্থায় আমাদের পেট দুর্গন্ধময় বাতাস মুখের দিকে উঠে আসে, যার কারণে মুখ দুর্গন্ধময় এবং স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়। এই সুন্নাতের বরকতে মুখ পরিষ্কার হয়ে যায়।

ঘরে প্রবেশ করে সর্বপ্রথম কাজ

হ্যরত শুরাইহ বিন হানি رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ বলেন; আমি হ্যরত সায়িদ্যদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা কে জিজ্ঞাসা করলাম: হ্যুর মুখে যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন সর্বপ্রথম কোন কাজটি করতেন? তিনি বললেন: মিসওয়াক। (যুসলিম, ১৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৫৩)

রোয়াবস্থায় মিসওয়াক

হ্যরত সায়িদুনা আমের ইবনে রবীয়া رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ থেকে বর্ণিত; “আমি অসংখ্যবার মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হ্যুরে আনওয়ার মিসওয়াক করতে দেখেছি।” (তিরমিয়ী, ২/১৭৬, হাদীস নং- ৭২৫)

রোয়াবস্থায় মিসওয়াক করার কিছু মাদানী ফুল

“বাহারে শরীয়াত” ১ম খন্ডের ৯৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: রোয়াবস্থায় মিসওয়াক করা মাকরহ নয় বরং যেমন অন্যান্য দিনে সুন্নাত তেমনি রোয়াবস্থায়ও সুন্নাত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরদ শরীর ও যিকির ছাড়াই আরভ
করা হয়, তা ব্যবহৃত ও মঙ্গল শৃণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসাৰুত)

মিসওয়াক শুষ্ক হোক বা ভিজা, যদিও পানি দ্বারা ভিজানো হয়েছে, দ্বি-
প্রহরের পূর্বে করুক বা পরে, কোন সময়েই মাকরুহ নয়। অধিকাংশ
লোকের নিকট (এটা) প্রসিদ্ধ যে, দ্বি-প্রহরের পর রোয়াদারের জন্য
মিসওয়াক করা মাকরুহ, এটা আমাদের হানাফী মাযহাবের পরিপন্থী।
(বাহরে শরীয়ত, ১/৯৯৭) যদি মিসওয়াক চিবানোর কারণে আঁশ ছিঁড়ে যায় বা
স্বাদ অনুভব হয় তবে এমন মিসওয়াক রোয়াবস্থায় ব্যবহার না করা
উচিত। (ফতোওয়ায়ে রখবীয়া (সংশোধিত), ১০/৫১১)

দুনিয়া থেকে পর্দা করার পূর্বে মিসওয়াক

হযরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা রَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا বলেন: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (হ্যুর) দুনিয়া থেকে পর্দা করার সময়ে আমি জিজ্ঞাসা
করলাম, আপনার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ জন্য কি মিসওয়াক নিবো? তখন
হ্যুর পুরনূর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র মাথা মুবারক নেঁড়ে ইশারা
করলেন: “হ্যাঁ।” সুতরাং আমি (আমার আপন ভাই) হযরত আব্দুর
রহমান صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে মিসওয়াক নিয়ে হ্যুর রَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا কে
পেশ করলাম। হ্যুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ব্যবহার করতে চাইলেন, কিন্তু
মিসওয়াক শক্ত ছিলো, এজন্য আমি আরয করলাম: নরম করে দিবো?
হ্যুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ পবিত্র মাথা মুবারক নেঁড়ে ইশারা করলেন:
“হ্যাঁ।” অতঃপর আমি আমার দাঁত দিয়ে চিবিয়ে নরম করে হ্যুর
কে পেশ করলাম। হ্যুর صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ তা দাঁতে
ঘষতে (ঘুরাতে) শুরু করলেন।

(বুখারী, ১ম ও ৩য় খন্দ, পৃষ্ঠা ১৫৭, ৩০৮, হাদীস- ৮৯০, ৮৮৮৯)

রাসুলগ্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরদ আমার নিকট পৌছে থাকে।” (তাবারানী)

মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত

আমার আকৃত আ'লা হ্যরত, ইমাম আহমদ রয়া খান এর শিক্ষক আব্বাজান রহিসুল মুতাকাল্লিমিন হ্যরত মাওলানা নকী আলী খান লিখেন: নবী করীম, রউফুর রহীম সফরে ৫১৯ মিসওয়াক, ৫২৯ সুরমাদানী ৫৩৯ আয়না ৫৪৯ চির়নী ৫৫৯ কাঁচি ৫৬৯ সুই ৫৭৯ সুতা নিজের সাথে রাখতেন। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ৯৬০ পৃষ্ঠা) অপর এক বর্ণনায় ৫৮৯ “তেল” শব্দটিও উল্লেখ রয়েছে। (সুরুল হৃদা, ৭/৩৪৭)

খাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক

হ্যরত সায়িদুনা আবুল্লাহ বিন ওমর খাবার খাওয়ার পূর্বে মিসওয়াক করে নিতেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবি শারবা, ১/১৯৭)

দাঁতের হলদে ভাব দূর করার ব্যবস্থাপ্র

হ্যরত সায়িদুনা আবু হুরাইরা বলেন: “খাবারের পর মিসওয়াক করা দ্বারা দাঁতের হলদে ভাব দূরীভূত হয়।”

(আল কামিল ফি দাঁফামির রিজাল, ৪/১২৩)

শতকরা ৮০ ভাগ রোগের কারণ

বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী “শতকরা ৮০ ভাগ রোগ পেটের পীড়া ও দাঁতের সমস্যার কারণেই সৃষ্টি হয়ে থাকে।” সাধারণত দাঁত পরিষ্কারের দিকে সজাগ না থাকার কারণে মাঁড়িতে বিভিন্ন ধরণের জীবানু সৃষ্টি হতে থাকে, অতঃপর তা পেটে গিয়ে বিভিন্ন ধরণের রোগের কারণ হয়ে থাকে।

রাসুলগ্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরদ শরীফ পড়েছে।” (তিরিমিয়া ও কানযুল উমাল)

মিসওয়াকের ঔষধী গুণাগুণ

● আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ কোম্পানির গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের মধ্যে ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া (Bacteria) ধ্বংস করার ক্ষমতা অন্যান্য যেকোন পদ্ধতির তুলনায় ২০ ভাগ বেশি রয়েছে। ● সুইডেনের বিজ্ঞানীদের এক গবেষণা অনুযায়ী মিসওয়াকের আঁশ ব্যাকটেরিয়াকে স্পর্শ না করেই সরাসরি (Direct) ধ্বংস করে দেয় এবং দাঁতকে অনেক রোগ থেকে বাঁচায়। ● ইউ এস ন্যাশনাল লাইব্রেরী অফ মেডিসিন (U.S. National Library of Medicine) এর প্রকাশিত গবেষণায় এটা বলা হয়েছে যে, যদি মিসওয়াক সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় তবে তা দাঁত এবং মুখকে পরিষ্কার করে এমনকি তা মাঁড়ি ঠিক থাকার সর্বোত্তম মাধ্যম। ● এক গবেষণা অনুযায়ী যে সব লোক মিসওয়াকে অভ্যস্ত তাদের মাঁড়ি থেকে রক্ত বের হওয়ার অভিযোগ অনেক কম হয়ে থাকে। ● আমেরিকার আটলান্টায় দাঁত সম্পর্কীত এক অনুষ্ঠানে বলা হয়েছে যে, মিসওয়াকে এমন এক পদার্থ (Substances) থাকে, যা দাঁতকে দূর্বল হওয়া থেকে বাঁচায় এবং ঐ সকল ঔষধ যা দাঁত পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হয়, সেই সব ঔষধ থেকে বেশি উপকারী হলো মিসওয়াক। ● মিসওয়াক দাঁতের জমে থাকা ময়লা দূর করে। ● মিসওয়াক দাঁতকে ভেঙ্গে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। ● স্থায়ী সর্দি ও কাঁশির এমন রোগী যার কফ বের হয়না, যখন সে মিসওয়াক করে তখন কফ বের হতে থাকে এবং রোগীর মস্তিষ্ক হালকা হতে থাকে। ● প্যাথোলজিষ্টের (Pathologists) অভিজ্ঞতা ও গবেষণায় এই কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থায়ী সর্দি-কাঁশির জন্য মিসওয়াক সর্বোত্তম চিকিৎসা স্বরূপ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর অধিক হারে দরকাদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা ।” (আবু ইয়ালা)

মিসওয়াক দ্বারা পেটের গ্যাস ও মুখের ফোস্কার চিকিৎসা

মুখে অনেক ধরনের ফোস্কা, পেটের উষ্ণতা ও গ্যাসের কারণেই হয়ে থাকে। এর একটি ধরন এমনও রয়েছে, যার জীবানু ছড়িয়ে পড়ে, এর জন্য তাজা মিসওয়াক মুখে মালিশ করুন এবং এর দ্বারা যে লালা বের হয় তাও মুখের ভিতর ভালভাবে নড়াছড়া করুন।

إِنَّ شَمَّاً اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ رোগ দূর হয়ে যাবে। কতিপয় লোক অভিযোগ করে যে, দাঁত হলদে হয়ে গেছে বা দাঁতের ধ্বনিবে সাদা ভাব নষ্ট হয়ে গেছে। এমন লোকদের জন্য মিসওয়াকের নতুন আঁশ খুবই উপকারী, তাছাড়া দাঁতের হলদেভাব দূর করার জন্যও খুবই উপকারী। মিসওয়াক দুর্গন্ধকে দূর করে এবং জীবানু নিঃশেষ করে, যার দ্বারা মানুষ অস্থ্য রোগ থেকে বাঁচতে পারে।

মিসওয়াকের দোয়া

কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى বলেন: মিসওয়াক করার সময় এই দোয়া পাঠ করুন।

اللَّهُمَّ بِيَضْ بِهِ أَسْنَانِي، وَشُدَّ بِهِ لِثَانِي، وَثَبَّتْ بِهِ لَهَائِي،
وَبَارِكْ لِي فِيهِ، يَا أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ ۝

(১) অনুবাদ: অর্থাৎ হে আল্লাহ! এর দ্বারা আমার দাঁতকে সাদা, মাঁড়িকে মজবুত এবং গলায় শক্তি দান করুন, এবং আমার জন্য এতে বরকত দান করুন, হে সবচেয়ে বড় দয়াবান। (শরহুল মুহায়ারী লিন নবরী, ১/২৮৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরজ শরীফ পাঠ করাবা ভুলে গেল,
সে জাহানের রাস্তা ভুলে গেল।” (আবারানী)

۴۲) **اللَّهُمَّ طَهِّرْ فِي، وَنَوِّرْ قَلْبِي، وَطَهِّرْ بَدَنِي، وَحَرِّمْ جَسَدِي**

عَلَى النَّارِ، وَأَذْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادَكَ الصَّلِحِينَ

মাদানী ফুল: চাইলে দু'টি দোয়াই পাঠ করুন বা যে কোন
একটি পাঠ করে নিন।

মিসওয়াকের ১৪টি মাদানী ফুল

● মিসওয়াক পিলু অথবা যয়তুন বা নিম ইত্যাদি তিক্ত
গাছের হওয়া চাই ● মিসওয়াক মোটা হতে হবে কনিষ্ঠা আঙুল
পরিমাণ ● মিসওয়াক যেন এক বিঘত অপেক্ষা লম্বা না হয়, কেননা
এর উপর শয়তান বসে ● মিসওয়াকের আঁশগুলো যেন নরম হয়,
কারণ শক্ত আঁশ দাঁত ও মাঁড়ির মধ্যে ফাঁক সৃষ্টির কারণ হয়
● মিসওয়াক তাজা হলে তো ভাল নতুবা কিছুক্ষণ পানির গ্লাসে
ভিজিয়ে নরম করে নিন ● চিকিৎসকদের পরামর্শ হচ্ছে, এর
আঁশগুলো দৈনিক কাটতে থাকুন

মিসওয়াক করার পদ্ধতি

● দাঁতের প্রস্তে মিসওয়াক করুন ● যখনই মিসওয়াক
করবেন কমপক্ষে তিনবার করবেন, প্রতিবারই মিসওয়াক ধূয়ে নিন।

(২) অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমার মুখ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, অন্তরকে আলোকিত, শরীরকে
পবিত্র এবং আমার শরীরকে জাহানামের জন্য হারাম করে দাও এবং আমাকে তোমার
রহমতে তোমারই নেককার বান্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরজে পাক পঢ়ো।
কেননা, তোমাদের দরজ আমার নিকট পোছে থাকে।” (আবারানী)

✿ মিসওয়াক ডান হাতে এইভাবে ধরবেন যেন কর্ণিষ্ঠা আঙুল নিচে, মাঝখানের তিন আঙুল উপরে এবং বৃক্ষাঙুল মিসওয়াকের মাথায় থাকে, প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত সমূহে, তারপর বাম দিকের উপরের দাঁত সমূহে অতঃপর ডান দিকের নিচের অংশে, তারপর বাম দিকের নিচের দাঁত সমূহে মিসওয়াক করুন, ✿ মুষ্টিবন্ধ করে মিসওয়াক করলে অর্শরোগ হওয়ার আশংকা থাকে, ✿ মিসওয়াক সুন্নাতে কাবলিয়া (অর্থাৎ মিসওয়াক অযুর পূর্বেকার সুন্নাত, অযুর মধ্যকার সুন্নাত নয়, সুতরাং অযু শুরু করার পূর্বে মিসওয়াক করুন অতঃপর তিনবার করে উভয় হাত ধুয়ে নিন এবং পদ্ধতি অনুযায়ী অযু সম্পন্ন করুন) তবে মিসওয়াক করা তখনই সুন্নাতে মুয়াক্কাদা যখন মুখে দুর্গন্ধ থাকে। (ফতোওয়ায়ে রফিবীয়া, ১ম খন্ড, ৮৩৭ পৃষ্ঠা)

মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করা বিধি আয়েশাৰ সুন্নাত

✿ “মলফুয়াতে আ’লা হ্যরত” এ বর্ণিত রয়েছে: “মহিলাদের জন্য মিসওয়াক করা উম্মুল মু’মিনীন হ্যরত আয়েশা সিদ্দিকা رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَنْهَا এর সুন্নাত। কিন্তু যদি তারা না করে তবে কোন অসুবিদ্যা নেই। তাদের দাঁত ও মাঁড়ি পুরুষের তুলনায় দ্রুবল হয়ে থাকে, (তাদের জন্য) মিস্সী (অর্থাৎ- মহিলাদের মিসওয়াক) দাঁতের মাজনই যথেষ্ট।” (মলফুয়াতে আ’লা হ্যরত, ৩৫৭ পৃষ্ঠা)

যখন মিসওয়াক ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায়

✿ যখন মিসওয়াক ব্যবহারের অনুপযুক্ত হয়ে যায় তখন যেখানে সেখানে ফেলে দিবেন না, কারণ এটা সুন্নাত আদায় করার উপকরণ।

রাসুলগ্ল্যাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরাদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।” (তাবারানী)

কোন স্থানে সাবধানে রেখে দিন অথবা দাফন করে ফেলুন, অন্যথায় পাথর ইত্যাদির সাথে বেঁধে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিন। (বিস্তারিত জানতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ১ম খন্ডের ২৯৪ থেকে ২৯৫ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন)

আপনি কি মিসওয়াক করতে জানেন?

হতে পারে আপনার অন্তরে এই ধারণা আসছে যে, আমি তো অনেকদিন ধরে মিসওয়াক ব্যবহার করছি, কিন্তু আমার তো দাঁত এবং পেট দুঁটিরই অবস্থা খারাপ! হে আমার সহজ সরল ইসলামী ভাই! এতে মিসওয়াকে নয়, আপনার নিজেরই অপূর্ণতা রয়েছে। আমি (সগে মদীনা ﷺ) এর এই ফলাফলে পৌছেছি যে, সম্ভবত হাজারের মাঝে এক আধজন এমন রয়েছে, যে সঠিক পদ্ধতিতে মিসওয়াক ব্যবহার করে থাকে, আমরা সচরাচর তাড়াতাড়ি দাঁতে মিসওয়াক মালিশ করে অযু করে চলে যাই অর্থাৎ এমন বলুন যে, আমরা মিসওয়াক নয় বরং “মিসওয়াকের রীতি” আদায় করছি!

মিসওয়াকের আশিকের ১০টি ঘটনা, বর্ণনা সমূহ

১১) বাঁকা মিসওয়াক

নবী করীম, রাউফুর রহীম ﷺ এক স্থান থেকে দুঁটি মিসওয়াক নিলেন, যাতে একটি কিছুটা বাঁকা ছিলো এবং অপরটি সোজা। হ্যুন পুরনূর ﷺ সোজা মিসওয়াকটি নিজের সঙ্গী সাহাবীকে দিয়ে দিলেন এবং বাঁকাটি নিজের জন্য রেখে দিলেন। ঐ সাহাবীটি আরয় করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ ﷺ!

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার প্রতি অধিকহারে দরদ শরীফ পাঠ করো, নিচ্য আমার প্রতি তোমাদের দরদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।” (জামে সগীর)

আল্লাহর শপথ! আপনি ﷺ সোজা মিসওয়াকেরই বেশি হকদার। ইরশাদ করলেন: “যখনই কোন ব্যক্তি কারো সঙ্গ অবলম্বন করে, যদিও দিনের এক মুভুর্তের জন্যও হয়, তবে কিয়ামতের দিন সেই সাক্ষাৎ (সঙ্গ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।”

(কৃতুল কুলুব, ২/৩৮৭, ইহাইয়াউল উলুম, ২/২১৮)

১) মিসওয়াক চূষা কেমন?

“দুররে মুখতার” এর ইবারত: “মিসওয়াক চূষার ফলে অন্ধত্ব সৃষ্টি হয়”, এর আলোকে “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: না চুষে লালা বের করা সম্পর্কে হাকীম তিরমিয়ী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بَلেন: “মিসওয়াক করার সময় প্রথমের দিকে বের হওয়া লালা গিলে ফেলুন, কেননা এটা কুষ্ট ও ধ্বল (অর্থাৎ রক্ত নষ্ট হওয়া জনিত রোগ) এবং মৃত্যু ছাড়া সকল রোগের জন্য উপকারী।” (রদ্দুল মুহতার, ১/২৫২)

২) পাগড়ী শরীফে মিসওয়াক

“ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: কিছু কিছু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ পাগড়ী শরীফের প্যাচেও মিসওয়াক রাখতেন।

(রদ্দুল মুহতার, ১/২৫১)

৩) কানের উপর মিসওয়াক

হ্যরত সায়িদুনা যায়িদ বিন খালিদ জুহনী رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ মসজিদে নামায়ের জন্য তাশরীফ নিয়ে আসার সময় মিসওয়াক তাঁর কানের উপর এমন ভাবে রাখা থাকতো যেমন লিখকের কানের উপর কলম রাখা থাকে। (তিরমিয়ী, ১/১০০, হাদীস নং-২৩)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব।” (কানযুল উমাল)

৫৫ ঘাড়ে মিসওয়াক

দাঁওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫১৮ পৃষ্ঠা সম্পর্কিত কিতাব “ইমামা কে ফাযায়িল” এর ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: হ্যরত সায়িয়দুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শারানী رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بলেন: আমাদের নিকট থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছে যে, অযু এবং প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়মিত মিসওয়াক করবো, যদিওবা আমাদের মধ্য থেকে অধিকাংশেরই (মিসওয়াক যেন হারিয়ে না যায়, সেজন্য) নিজেদের ঘাড়ে দড়ি দিয়ে মিসওয়াক বেঁধে রাখতে হতো বা পাগড়ীর সাথে বেঁধে রাখতাম, আর পাগড়ী যদি শুধু সারবন্দ দ্বারা হতো এবং যদি শুধু টুপি হতো, তবে এর উপর শক্ত করে পাগড়ী বাঁধতাম এবং মিসওয়াককে বাম দিকের কানের দিকে পাগড়ীর সাথে আটকে রাখতাম। (লাওয়াকেহেল আনওয়ার, ১/১৬)

ফিতনার আশংকা থাকলে মুস্তাহাব ত্যাগ করতে হবে

সাহাবায়ে কিরাম رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুয়ুর্গানে দ্বীনদের প্রতি ভালবাসার মারহাবা! এবং তাদের প্রিয় অভ্যাসের প্রতি শত কোটি মারহাবা! এটা মনে রাখবেন, আজকাল মিসওয়াক কানে রেখে বা গলায় ঝুলিয়ে অথবা পাগড়ী শরীফে রেখে কেউ যদি ঘর থেকে বের হয়, তবে সম্ভবত লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করবে, সুতরাং সব সাধারণের সামনে এরূপ না করা চাই। আমার আকু আ'লা হ্যরত খিদমতে একটি বিশেষ মুস্তাহাব কাজ করা

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে বাস্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরুদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের শুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উমাল)

সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো, (অর্থাৎ ফতোওয়া চাওয়া হলো) যেহেতু সেই মুস্তাহাব কাজটির উপর আমল করাতে ভারতে ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো, সুতরাং তিনি ﷺ বললেন: “যেখানে তার প্রচলন রয়েছে সেখানে মুস্তাহাব, (কিন্তু) ভারতের শহরে এর নাম নিশানাও নেই, যদি কেউ করে তবে অজ্ঞ লোকেরা হাসি-ঠাট্টা করবে এবং শরীয়াতের মাসআলার প্রতি হাসি-ঠাট্টা করা নিজের দীনকে ধ্বংস করা, তাই এর উপর আমল করার প্রয়োজন নেই। একটি মুস্তাহাব আমল করা এবং মুসলমানকে এমন কঠিন বিপদে (অর্থাৎ শরীয়াতের মাসআলার প্রতি হাসি-ঠাট্টা করার বিপদ) ফেলা পছন্দনীয় নয়।”

(ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া, ২২/৬০৩)

কানে কলম রাখা

লিখকের কানে কলম রাখা ভাল, যেমনটি হয়রত সায়িয়দুনা যায়িদ বিন সাবিত রَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বলেন যে, আমি নবী করীম, নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ এর খিদমতে উপস্থিত হলাম এবং তাঁর সামনে কাতেব (অর্থাৎ একজন লিখক) ছিলো, আমি হ্যুরে আনওয়ার صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ কে ইরশাদ করতে শুনেছি যে, কলম তোমার কানে রাখো। কেননা, এটা ফলাফলকে অনেক বেশি স্বরন করিয়ে দেয়।

(তিরিমী, ৪/৩২৭, হাদীস নং-২৭২৩)

প্রসিদ্ধ মুফাসিসর, হাকিমুল উম্মত হয়রত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন:

রাসুলগ্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না, সে জুনুম করল ।” (আব্দুর রাজ্জাক)

যদি কাতেব (অর্থাৎ লিখক) কলম কানের সাথে লাগিয়ে রাখে তবে তার সেই উদ্দেশ্য স্মরণে থাকবে যা তাকে লিখতে হবে । উত্তম হচ্ছে যে, কলম ডান কানে রাখা । আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি জিনিষে কোন না কোন প্রভাব রেখেছেন, কলম কানের সাথে লাগানোতে এই প্রভাব হয় যে, তার (অর্থাৎ কানে কলম রাখা ব্যক্তির) রচনার বিষয়টি স্মরণে থাকে । (মিরাতুল মানাফিহ, ৬/৩০৪) আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য মনস্তাত্ত্বিক প্রভাবও হতে পারে ।

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

মিসওয়াক রাখার জন্য বিশেষ পকেট বানিয়ে নিন

সম্ভব হলে নিজের জামার বুকের ডানে বামে দুটি পকেট বানিয়ে নিন এবং হৃদয়ের পাশে (অর্থাৎ বাম দিকে) মিসওয়াক রাখার জন্য ছোট একটি পকেট বানিয়ে নিন । আর এভাবেই প্রিয় আকু, মাদানী মুস্তফা এর প্রিয় প্রিয় সুন্নাত মিসওয়াক শরীফ বুক এবং হৃদয়ের সাথে লেগে থাকবে ।

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيبِ!

৬) স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে নিলেন (ঘটনা)

হ্যরত সায়িদুনা আবদুল ওয়াহাব শারানী রَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার হ্যরত সায়িদুনা আবু বকর শিবলী বাগদাদী এর অযুর সময় মিসওয়াকের প্রয়োজন হয় ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঈ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো
আর সে আমার উপর দরজন শরীফ পড়ুন না।” (হাকিম)

অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু পেলেন না। এজন্য এক দীনারের (অর্থাৎ
একটি স্বর্ণের মুদ্রা) বিনিময়ে মিসওয়াক কিনে ব্যবহার করলেন। কিছু
লোক বলল: এটা তো আপনি অনেক বেশি খরচ করে ফেলেছেন!
কেউ এত বেশি দাম দিয়ে কি মিসওয়াক কিনে? হ্যারত আরু বকর
শিবলী বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুনিয়া এবং এর সমস্ত
বস্তু আল্লাহু তাআলার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও মূল্য রাখেন।
যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহু তাআলা আমাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে
আমি কি উত্তর দেব, “তুমি আমার প্রিয় হাবীব এর
সুন্নাত (মিসওয়াক) কেন ছেড়ে দিলে?” যে ধন সম্পদ আমি তোমাকে
দিয়েছিলাম তা আসলে তো, আমার নিকট মশার ডানার সমপরিমাণও
মূল্য ছিলো না। আর এ তুচ্ছ সম্পদ এই মহান সুন্নাতেকে
(মিসওয়াক) পালনের জন্য কেন খরচ করলেনা? তখন কি জবাব
দিবো। (লাওয়াকিছল আনওয়ার থেকে সংক্ষেপিত, ৩৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর আল্লাহু
তাআলার রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা
হিসাবে ক্ষমা হোক أَمِينٌ بِحَاجَةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো? আমাদের
পূর্ববর্তী বুয়ুর্গরা সুন্নাতকে কিরণ ভালবাসতেন? হ্যারত সায়িদুনা আরু
বকর শিবলী (রহমতে আল্লাহু তাআলা উপরে) এক দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণের আশরাফী) প্রিয়
আক্ফা এর সুন্নাত মিসওয়াকের জন্য উৎসর্গ করে
দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরদ শরীফ পড়ো ﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾! স্মরণে এসে যাবে।” (সাইদাতুল দারাইল)

৭) চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো! (ঘটনা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতিটি সুন্নাতে হিকমতের ধনভান্ডার, মিসওয়াকের কথায় ধরঞ্জ! এই সুন্নাতের বরকত সম্পর্কেই-বা কি বলবো! এক ব্যবসায়ীর বর্ণনা হচ্ছে: সুইজারল্যান্ডে এক নওমুসলিমের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো, আমি তাকে উপহার স্বরূপ মিসওয়াক দিলাম, সে খুশিমনে তা নিল এবং চুমু খেয়ে চোখের সাথে লাগালো আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়লো! সে পকেট থেকে একটি রঞ্জাল বের করে ভাঁজ খুললে তা থেকে প্রায় দুই ইঞ্চির ছোট একটি মিসওয়াকের টুকরো বের হলো। বলতে লাগলো: আমি ইসলাম গ্রহণ করার সময় মুসলমানরা আমাকে এই উপহারটি দিয়েছিলো। আমি খুবই স্ব-যত্নে তা ব্যবহার করছিলাম, এটি শেষ হয়ে যাচ্ছিলো এবং আমি চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে, এখন আমি মিসওয়াক কোথায় পাবো! ব্যস! আল্লাহু তাআলা দয়া করেছেন এবং আপনি আমাকে মিসওয়াক প্রদান করলেন। অতঃপর সে আমাকে বললো যে, অনেক দিন ধরে আমি দাঁত ও মাঁড়ির ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, আমাদের এখানকার দাঁতের ডাক্তার (Dentist) দ্বারা এর চিকিৎসা হচ্ছিলো না। আমি এই মিসওয়াকের ব্যবহার শুরু করলাম, كَيْفَ عَزَّلَ عَنِّي কিছুদিনের মধ্যেই আমি সুস্থ্য হয়ে গেলাম। অতঃপর আমি যখন ডাক্তারের নিকট গেলাম তখন তারাও আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং বলতে লাগলো: আমার ওষধে তো তোমার এই রোগ এত তাড়াতাড়ি ভাল হতে পারে না, ভেবে দেখো অন্য কোন কারণ হতে পারে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহ করব।” (আল কওলুল বদী)

আমি যখন ভালভাবে মনে করলাম তখন স্বরণ আসলো, আমি মুসলমান হয়েছি এবং এই সব কিছুর বরকত মিসওয়াকের কারণেই। যখন আমি ডাঙ্গারকে মিসওয়াক দেখালাম তখন আশ্চার্য হয়ে তাকিয়ে রইলো।

৯৮) মিসওয়াক দ্বারা গলা ব্যথা এবং ঘাঁড় ফোলার চিকিৎসা

এক ব্যক্তির গলায় এবং ঘাঁড়ে ব্যথা ছিলো আর ঘাঁড়ে ফোলাও ছিলো। গলার রোগের কারণে তার আওয়াজও খারাপ ছিলো। ঘাঁড়ের ব্যথা ও ফোলার কারণে তার মাথাও ঘুরতো, যার কারণে তার স্বরণশক্তি দূর্বল হয়ে গিয়েছিলো। সেই ব্যক্তি ডাঙ্গারের চিকিৎসাধীন ছিলো কিন্তু সব নিষ্ফল সাব্যস্ত হলো। কেউ তাকে মিসওয়াক ব্যবহার করার পরামর্শ দিলে সে নিয়মিত মিসওয়াক করতে থাকে। এর পাশাপাশি মিসওয়াককে দু'টুকরো করে পানিতে সিদ্ধ করতো আর সেই পানি দিয়ে গড়গড়া করতো। তাছাড়া যেখানে ফোলা ছিলো সেখানে কিছু উষ্ণধূ লাগাতে থাকলো। এই চিকিৎসা খুবই উপকারী সাব্যস্ত হলো। এর উপর যখন পরীক্ষা চালানো হলো তখন তার ডান পাশের গ্রন্থির এক তৃতীয়াংশ প্রভাবিত ছিলো, যার প্রভাব পুরো শরীরেই পড়েছিলো। এই মিসওয়াকের চিকিৎসায় তার এই রোগ দূর হয়ে গেলো এবং সুস্থ হয়ে গেলো।

৯৯) মিসওয়াক এবং গলার গ্রন্থি (মাসং)

এক ব্যক্তি গলার গ্রন্থি (মাসং) বাড়ার কারণে দুশ্চিন্তায় ছিলো। তাকে (শাহতুত) এক প্রকার ফলের শরবত পান করতে দেয়া হলো এবং তাজা মিসওয়াক ব্যবহার করানো হলে রোগী খুবই তাড়াতাড়ি সুস্থতা অনুভব করলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরজনে পাক পঢ়ো।

কেননা, তোমাদের দরজ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (আবারানী)

১০৫) মিসওয়াকের ২৫টি বরকত

রَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
হ্যরত আল্লামা সায়িদ আহমদ তাহতাভী হানাফী

“হাশিয়াতুত তাহতাভী”তে মিসওয়াক এর উপকারীতা ও ফয়েলত এভাবে উদ্বৃত করেন: ﴿ মিসওয়াক শরীফকে আবশ্যক করে নাও, এর থেকে উদাসীন হয়ো না। তা সর্বদা করতো থাকো কেননা এতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি নিহিত রয়েছে ﴿ সর্বদা মিসওয়াক করতে থাকলে রোজগারে সহজতা এবং বরকত হয়ে থাকে ﴿ মাথা ব্যথা দূর হয়ে যায় ﴿ কফ দূর করে ﴿ দৃষ্টি শক্তি প্রখর করে ﴿ পাকস্থলী ঠিক থাকে ﴿ শরীরে শক্তি যোগায় ﴿ স্বরণশক্তি প্রখর করে এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করে ﴿ অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে ﴿ নেকী বৃদ্ধি পায় ﴿ ফিরিশতারা খুশি হয় ﴿ মিসওয়াক শয়তানকে অসন্তুষ্ট করে দেয় ﴿ খাবারকে হজম (পরিপাক) করে ﴿ সন্তান জন্মাননে বৃদ্ধি লাভ করে ﴿ বাধ্যক্য দেরীতে আসে ﴿ পেটকে শক্তিশালী করে ﴿ শরীরে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের জন্য শক্তি জোগায় ﴿ মৃত্যুর যন্ত্রণা সহজ এবং কলেমা শাহাদাত স্বরণ করিয়ে দেয় ﴿ কিয়ামতে আমল নামা ডান দেয়ায় ﴿ পুলসিরাতে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে পার করিয়ে দেয় ﴿ চাহিদা পুরণে তাকে সাহায্য করে ﴿ কবরে শান্তি ও আরাম অনুভুত হয় ﴿ তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় ﴿ দুনিয়া থেকে পাক পবিত্র হয়ে বিদায় নেয় ﴿ সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো, এতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি রয়েছে।

(হাশিয়াতুত তাহতাভী আলা মারাকিল ফালাহ, পৃষ্ঠা ৬৮, ৬৯, সংক্ষেপিত)

রাসুলগ্রাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়লো না, সে জুনুম করলো।” (আন্দুর রাজ্ঞাক)

মাদানী কাফেলা

আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলায় সুন্নাত প্রশিক্ষনের জন্য সফর এবং প্রতিদিন “ফিক্রে মদীনা” করার মাধ্যমে মাদানী ইন্আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখ নিজের এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন।

এর বরকতে إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ মিসওয়াকের সুন্নাতের উপরও আমল করার মানবিকতা সৃষ্টি হবে।

ইয়া রবে মুস্তফা! আমাদেরকে তোমার প্রিয় হাবীব, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর সদকায় মিসওয়াকের সুন্নাতের উপর নিয়মিত ভাবে আমল করার তোফিক দান করো।

أَمِينٌ بِحَاجَةِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

মদীনার
ভালবাসা,
জান্নাতুল বাকী,
কুমা ও বিমা
হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয়
আকু ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার
পত্তাশী।



যাদিউল আউয়াল ১৪৩৮ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১৬ ইংরেজী

এই রিসালাটি পাঠ
করার পর সাওয়াবের
নিয়তে অপরকে দিয়ে দিন

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঈ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো
আর সে আমার উপর দরদ শরীফ পড়ল না।” (হাকিম)

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	শরহুল মাহযুব	দারুল ফিকির, বৈরুত
মুসলিম	দারু ইবনে হায়ম, বৈরুত	ওমদাতুল কারী	দারুল ফিকির, বৈরুত
আবু দাউদ	দারু ইহইয়ায়ি তুরাসিল আরবী, বৈরুত	কুতুল কুলুব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
তিরমিয়ী	দারুল ফিকির, বৈরুত	ইহইয়াউল উলুম	দারু সাদির, বৈরুত
মুসনাদ আহমদ বিন হায়ল	দারুল ফিকির, বৈরুত	হায়াতুল হায়ওয়াল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসাম্মাফ আরবী শায়বা	দারুল ফিকির, বৈরুত	লাওয়াকিহিল আনওয়ার	দারু ইহইয়ায়ি তুরাসিল আরবী, বৈরুত
মুজামুল কবীর	দারু ইহইয়ায়ি তুরাসিল আরবী, বৈরুত	দুররে মুখতার	দারুল মারিফ, বৈরুত
আল বাহরুল যাখার	মাকতাবাতুল উলুম ওয়াল হাকীম, মদীনা মনওয়ারা	হাশিয়াতুত তাহতাতী	বাবুল মদীনা, করাচী
আত তারাবীব ওয়াত তারাহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মিরাতুল মানায়িহ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
ইবনে বাশকোয়াল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আনওয়ারে জামালে মুস্তফা	শাবির ব্রাদার্স, উদু বাজার, লাহোর
গুয়াবুল দ্বীপান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রয়বীয়া	রয়া ফাউন্ডেশন, লাহোর
জমউজ জাওয়ামে	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	মলফুয়াতে আংলা হ্যরত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
জামে সগীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী
আল কামিল ফি দাঁফায়ের রিজাল	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত		

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঈ ব্যক্তির নাক ধুলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো
আর সে আমার উপর দরজন শরীফ পড়ুন না।” (হাকিম)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাঁওয়াতে ইসলামীর
প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলহিয়াস আন্দার কাদেরী
রযবী بِرَبِّكَ إِنَّمَّا دُرْدُ بَشَّارَ উদ্দূ ভাষায় লিখেছেন। দাঁওয়াতে ইসলামীর অনুবাদ
মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা
প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিশোচ হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে
মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দাঁওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফরয়ানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।

ফরয়ানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

E-mail :

bdktabatabulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com web : www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ
ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে
সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়তে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য
নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে
নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে সুন্নাতে ভরা
রিসালা পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াত প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

মুসাফিরের জন্য ৮টি জিনিস নিজের সাথে রাখা সুন্নাত

আমার আক্তা আ'লা হযরত,
ইমাম আহমদ রয়া খাঁন রহমতে
এর শ্রদ্ধেয় আবুজান রহস্যুল
মুতাকালিমিন হযরত মাওলানা নকী আলী
খাঁন রহমতে লিখেন: হ্যুর নবী
করীম, রাউফুর রহীম চাঁচি
সফরে ১) মিসওয়াক, ২) সুরমাদানি
৩) আয়না ৪) চিরান্মী ৫) কাঁচি
৬) সুই ৭) সুতা নিজের সাথে
রাখতেন। (আনওয়ারে জামালে মুস্তফা, ১৬০ পৃষ্ঠা)
অপর এক বর্ণনায় ৮) “তেল” শব্দটিও
উল্লেখ রয়েছে। (সুরুলুল হৃদা, ৭/৩৪৭)

মাকতাবাতুল মদিনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে, এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আল্পরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৮৬



E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

